মন্ত্রমুগ্ধ

কে.এল.কাপুর ফিল্মসের
নিবেদন

আর. এন. মালহোত্রা

রাজা কাপুর ও বিনোদ কাপুর

প্রযোজিত

● কে এল কাপুর ফিল্মস্-এর

নিবেদন

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

পরিচালিত

বনফুল এর

কাহিনী

॥ অভিনয়ে ॥

সাবিত্রী

সৌমিত্র

সুমিত্রা

রঞ্জিৎ

রবি ঘোষ

উৎপল দত্ত

অজয় ব্যানার্জী

কৃষ্ণধন মুখার্জী

মাইকেল পুক

শোভা সেন

জেনিফার

গীতা দে

দুর্গাদাস ব্যানার্জী

ও

অনেকে

॥ আলোকচিত্র ॥

শক্তি ব্যানার্জী

॥ সহকারী ॥

পান্ত নাগ

॥ সম্পাদক ॥

সুবোধ রায়

॥ সহকারী ॥

নিমাই রায়

॥ আর্ট ডাইরেক্টর ॥

সুনীতি মিত্র

॥ সহকারী ॥

বুদ্ধদেব ঘোষ

॥ মেকাপ ॥

বসির আহমেদ

॥ শব্দ গ্রহণ ॥

অনিল ঘোষ

॥ সংগীত গ্রহণ ॥

সত্যেন চ্যাটার্জী

॥ পুনঃ শব্দযোজনা ॥

জ্যোতি চ্যাটার্জী

॥ গান ॥

বনফুল ও

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

॥ বিশ্বপরিবেশনা ॥

কে এল কাপুর মুভিজ

॥ সংগীত পরিচালনা ॥

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

॥ চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ॥

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

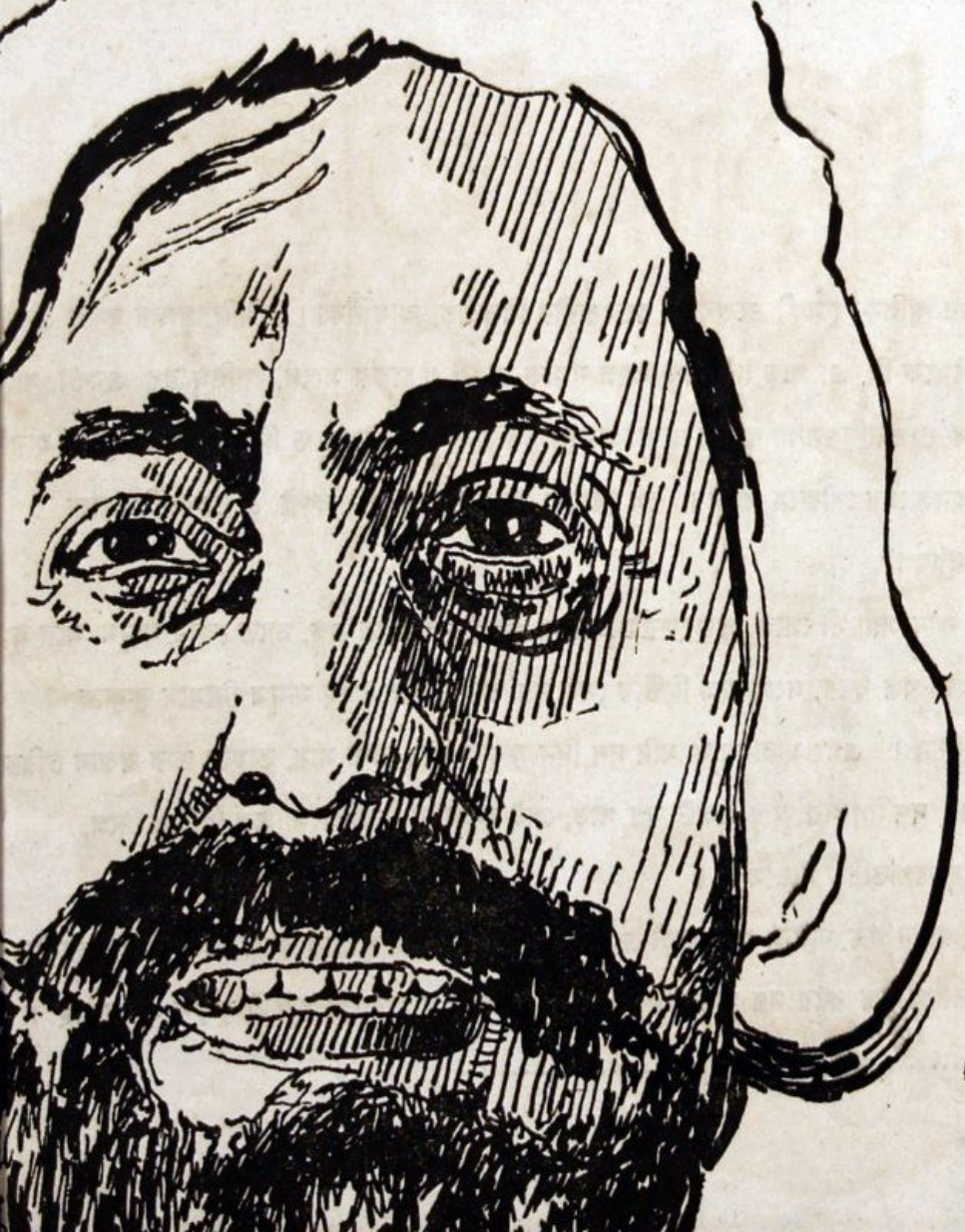

॥কাহিনী॥

বাগবাজারের হারাধন চাটুজ্যের নিঃসন্তান ও সংস্কারাচ্ছন্ন পত্নী শুভঙ্করীকে নিয়ে, জীবনটা মন্দ কাটছিল না। হারাধনের অর্ডার-সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। দালাল বাবু গগন বললে, যদি লাখ টাকা লাভ করতে চাও, তাহলে সাহেবকে সন্তুষ্ট করতে হবে। কি করে? সাহেব-মেমসাহেবের কুকুরটাকে যদি রাখা যায়, তাহলে লাখ টাকার কনট্রাক্ট হাতের মুঠোয়। গগনের সংগে হারাধন গিয়ে কুকুর নিয়ে এলো। কিন্তু পত্নী শুভংকরী কুকুরকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে দিল না। হারাধন বিফল হয়ে কুকুরকে নিয়ে গেল থিয়েটার পাগল ডাক্তার বাবু ঝানুর কাছে।

ঝানু বললে, "কুকুরটা আমার কাছে থাক। তুমি আলিবাবার আবদাল্লার পার্টটা কর।" হারাধন পরিবারের কথা বলে, এও বলে-"সে দিন বলছিল, আরব্য উপন্যাস পড়েছি, মন্ত্রবলে মানুষকে কুকুর করা যেত। ওরকম মন্ত্র জানলে তোমায় কুকুর বানিয়ে রাখতাম।" এই কথা শুনে ঝানুর মাথায় একটা প্ল্যান আসে।

ওদিকে হারাধনের শালিকা চুমকী একেবারে শুভংকরীর বিপরীত, আধুনিকা। খিদিরপুরের কাছে একটা মেয়ে হোস্টেলে থেকে বি. এ. পড়ে। মোহনলাল নামক একটি যুবকের সংগে, আলিপুরের একটা পার্ক করতে গিয়ে, এক চাপদাড়িওয়ালা গুণ্ডার দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং জামাইবাবু ও দিদির দেওয়া সুন্দর হারটি ক্ষোয়ায়। মোহনলালের পৌরুষে লাগে। সে ঘোষণা করে, "এ্যাট্ এনি কস্ট্, ঐ চাপদাড়িওয়ালা গুণ্ডাকে ধরবই ধরব।"

এদিকে একদিন ঝানু সন্ন্যাসী সেজে, শুভংকরীকে এমন একটি মন্ত্র দিয়ে এল, যাতে কোন মানুষ ঘরে ঘুমি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে, গংগা জল ছিটিয়ে সেই মন্ত্র পাঠ করলে, সেই মানুষ নিমেষে কুকুরে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এবং হারাধনকে যদি দশ দিন কুকুর করে রাখা যায়, তাহলে তার স্বভাব চরিত্র ভাল হয়ে যাবে। দশদিন পর আর একটি মন্ত্র পড়ে, সেই কুকুরের গায়ে গংগা জল ছিটিয়ে দিলে, সে আবার মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

একদিন রাত্রে, হারাধন বদ্ধ মাতাল হয়ে বাড়ী এলো। সে যখন ঘরে ঘুমিয়ে পড়ল, শুভংকরী সন্ন্যাসীর কথামত ঘরের দরজা বন্ধ করে মন্ত্র পাঠ করল। এবং দেখা গেল হারাধন সত্যিই কুকুর হয়ে গেছে।

তারপর.....রূপালী পর্দায়.....

॥

মালতী গীতা সতী আছে, অনেক মেনকা রম্ভা
দোহারা মিষ্টি চেহারা, ছিপছিপে বেঁটে লম্বা–
া যদি চাও, ওদের কাছেই যাও,
ন্যাকা কথা বলবে যে ওরা, হাত চোখ, মাথা নাড়িয়ে
ানি কত মেয়ে তোমার কাছে আসবে, বাহু বাড়িয়ে–
না, আমি শুধু তোমার পাশে থাকবো ওগো দাঁড়িয়ে–
া ঐ প্রেমের বুলি, ঢের শুনেছি মশাই
মানুষ মনটা যে তার খাসি কাটা কষাই–
লে মুণ্ড কেন ছালটাও নেয় ছাড়িয়ে– !
থেকে ধরবে কোমর, ব্যথা হবে পায়
ধর, বসি চলো–ঐ গাছটার ছায়–
রলেই পাণি গ্রহণ, যাবে কিন্তু ফেঁসে
কাঠে ঝুলতে রাজি তোমায় ভালবেসে–
ানি শেষে তুমি, প্রেমের গুড়ে মরবে মাছি তাড়িয়ে–
া পাশে, থাকবো ওগো দাঁড়িয়ে–

॥গান॥

॥ দুই ॥

একটু চোলাই খাব, আর ধোলাই খাব না–
একি মামার বাড়ীর আব্দার
মাতাল হবো আর পাতাল যাবো না–
খেয়ে তোমার, লাথি ঝাঁটা
ছিলাম মানুষ, হলাম পাঁঠা
(ক্যা) কিঃ–ছিঃ–ছিঃ–ছিঃ
নেশা করি কেন জানো, ভুলতে যত ভয় ভাবনা
একটু চোলাই খাব .....মাতাল হবো আর .....
জীবনেও আর মাল ছোঁব না
তোমায় ছুঁয়ে বলছি পদি
আমার নামে কুকুর পুষো
মাল খেতে ফের দেখ যদি
অত দেখছ কিগো কুঁচকে ভুরু
পতি হলো পরম গুরু
ঘাট হয়েছে কান মলছি
তবুও কি মন পাব না
একটু চোলাই খাব..... মাতাল হবো আর.....

গ্লামার্সের কুইন, বিত্তশালিনী
আমি হতে চাই, আখতারী বাঈ
ঠুংরী গজলের সুর ধরে
যেন সারাটা দেশকে গান শুনিয়ে
সবাইকে দেব মাত করে

॥ তিন-এ ॥

তোমরা যা বললে সবই তো শুনলাম
কচুপোড়া সবাই হবে শেষে
তোমরা বিয়ের পরে, স্বামীর গলায়
গামছা বেধে টানবে হেসে হেসে

॥ চার ॥

ও রূপসী, রূপসী থাকবে কেন উপোষী
প্রেম করে যাও প্রাণ ভরে
ঐ ছোঁড়াটাকে নিয়ে এস, দুহাতে ওর কান ধরে
সত্যি প্রেম করছো না প্রেমের খেলা
সময় হলেই বুঝবে ঠেলা
সুড়সুড়ি খুবই দিচ্ছ মনে, লতা আশার গান ধরে
এসো ভায়া লড়ে যাই পার্টনারশিপে প্রেম করি

দুজন মিলে এক পুকুরে, দুটি ছিপে মাছ ধ
এস ভায়া হাফ্ হাফ্ দুজন, পার্টনারশিপে প্রেম
দেখাই যাকনা, কার বড়শীর ফতনা আগে ডে
দেখো আমায় যেন ল্যাং মেরোনা—
কৃষ্ণ হবার লোভে—
রাধা ঘাটে জল ভরবে আমার প্রেম পুকুরে
চান করে

॥ পাঁচ ॥

পিছিয়ে গেলে চলবেনা যাদু
শামুকের গোঁফ দেখেছ, কাছিমের জুলফি ?
খেয়েছ কি জমাট শীতে, গাধার দুধের কুল
ছেলেটাকে গুণ্ডা করছ, না দিয়ে তার স্কুল
কি দেখেছ তাহলে বেল্লিক ?
আজ্ঞে না- কিছু না- হে মা কালী একি ক
কোথায় এনে ফেললে আমায়
হে মধুসূদন, মধুসূদন
কোন নরকে ঠেললে আমায়
কি বলে ডাকবো তোমায়, বাবু- চাঁদ-না-মি
বলতো কোন পাখীটা ঠুংরী ভাল গায়
চন্দনা না টিয়া
নামটা জানো ? দিনে কবার করে গাজা টা
চুলকোতে পারো, সুড়সুড়ি দিতে পারো ?

বাছতে পারো ? কি পার তাহলে উল্লুক ?

তুমি একটি মস্ত রামছাগল, ক্যা—
পুরের রমেশ পাগল. তাকে কি ঠিক চেনো
থাটি জেনো —
গল —
ুঁষিতেই গুঁড়িয়ে দেবো চোয়াল—
া কোন মাছেরই কাবাব ভালো হয়
মাছ না বোয়াল ?
তা)—কি করা হয় কর্তার ?
াকি কুচো চিংড়ী, হাকছ চড়া দাম তার
আজ্ঞে ব্যাঙ্কে কাজ করি—
তা)—ব্যাঙ্কে – তাহলে তো বুদ্ধির ঢেকি
ঞ্চিতে হাতী হয় বলতো—চাঁদ দেখি ?
)-হাতী ? কবিতা —মারবো পেটে লাথি—
ইঞ্চিতে গজ হয়—
ক' ইঞ্চিতে দিগগজ বলুন মহাশয় ?
)—দিগগজ !
ধ্বজ খেয়ে ম'লো কুশের কাকা কুশধ্বজ
ওর দাদা অমিয়, ঠিক বিয়ে করেছে ছ'মাস
াবর দ্বীপ, বলতো কোন সমাজ ?
রে উর্মিলাকে ফেলে লক্ষণ পালিয়ে গেল বনে

রুট ক'জ কি ?
ব্যাঙ্কশাল কোর্ট রবীন্দ্রনাথ ছিলো জজ কি ?
মূলা নক্ষত্র কোন রাশিতে জানো ?
জ্যোতিষ শাস্ত্র মানো ?
সামান্য বিদ্যেও নেই পেটেরে—
ক্ষমা করো ভগবান— এই বোম্বেটেরে—

॥ ছয় ॥

হে কুকুর, হে সার্থক তব নাম —
তুমি নও হেয় সারমেয়, তোমায় প্রণাম
যখন গভীর রাতে থাকেনা জেগে কেউ
তুমি একা পাহারাতে কর ঘেউ ঘেউ।
অসীম, আদি,—অনন্তকাল হতে
তিনটি কুকুর চির প্রসিদ্ধ জগতে—
হলো যুধিষ্ঠিরের সাথে স্বর্গবাস যার-
সেই সে কুকুর— পূর্ব্ব পুরুষ তোমার।
কালীঘাটের কুকুর যার খ্যাতি
তোমারই সে জাত ভাই, আত্মীয় জাতির
লেভেলে, তুমিই বিরাজো
প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনি আজো—
হে কুকুর .....

॥ সাত ॥

আবদাল্লা ....
মর্জিনা .....
এসেছি এইতো সাকি আয় তুই নাচবি নাকি
বাজাবি ঘুঙুরটাকি ঝুম্ ঝুম্ ঝিনিক্ ঝিনিক্
এই আবদাল্লা খবরটা শুনেছিস তো ?
কি রে মর্জিনা ?
চিচিংফাঁক কেল্লা ফতে আলিবাবার জোর বরাত
হিংসেতে যে জ্বলছে, কাসেম ঘুমুচ্ছে আজ ক'রাত
এবার আলিবাবা, দেখাবে খেল,
পেয়ে মোহরের তোড়া—
আনবে কিনে, বারটা উট, ন'টা গাধা.
দশটা ঘোড়া—
আলিবাবা .....
কট্ কট্ কটাস
কি হলো, কি হলো, কি হলো—
হিংসেতে কাসেমের পেট ফাটলো —
কেন ভাই কাসেম কে আর চটাস
কাসেমের বাঁদি যে তুই,
আমি তার কেনা গোলাম
কুপোকাত হলেম মালিক,

জেনে খুব খুশি হলাম
আলিবাবা মানুষ ভালো,
আমীর সে তো হলো তাই
আমি বুঝি নইরে ভালো—এই কথাটাই
জানতে চাই—
বাগানে ফুল ফুটেছে
মনেতে বাঁধ টুটেছে — আকাশে চাঁদ উঠেছে
জ্যোৎস্নায় ফুটছে ফিনিক্
তাই তোর নূপুর বাজে ঝুম্‌ঝুম্ ঝিনিক্ ঝিনি

কে এল কাপুর মুভিজ প্রচার বিভাগ
১১ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা-৭০০০১৩
থেকে প্রকাশিত।

গ্লোব প্রিণ্টার্স
কলিকাতা - বারো
হইতে মুদ্রিত

পাঁচ জি.